স্বামী বিবেকানন্দের জেন্ডার স্টাডি : একটি বিশ্লেষণ

রাজেশ খান

আজ বিশ্বায়নের যুগে, সারা পৃথিবীই নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এর গতি যেমন বহুমুখী, তেমনি তার বেগও বহুধাবিস্তৃত। যা মানুষকে নানাভাবে ভাবাচ্ছে। এই সমস্যার মুকুটে অন্যতম পালক জেন্ডার সমস্যা। জেন্ডার সমস্যার কথা বললেই আমাদের মনের বিরুদ্ধময় দ্বৈততা (Binary Contrast)-র ভাবনা থেকে চলে আসে পুরুষের কথা। নারী-পুরুষের সমস্যার কথা, বঞ্চনার কথা, সাম্যের কথাসহ নানাবিধ কথা। আর এই সমস্ত কথাই তুলে ধরা হয় জেন্ডার ভাবনায়। যেহেতু নারীরা আজ বেশি করে সমস্যার সম্মুখীন, তাই জেন্ডার আলোচনায় নারীর কথাই বেশি প্রাধান্য পায়। জেন্ডার ভাবনা মানে কেবল নারীর কথা— এমন ভাবনা যথাযথ নয়।

নারী-পুরুষের তথা সমগ্র মানবজাতির পুনরভ্যুত্থানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় স্বামীজির এই প্রয়াস বহুচর্চিত বিষয়। তাঁর সর্বধর্ম-সমন্বয়ী চিন্তা-ভাবনাকে সামনে রেখে বিশ্বসংহতি স্থাপনের যে প্রয়াস, সেখানে নারী-পুরুষ বা জেন্ডারকেন্দ্রীক বিশ্লেষণ বা জেন্ডার রোল বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। সত্য-শান্তি-প্রগতির বিশ্বায়নে তথা সমাজ যখন সনাতন রূপ ভুলে বিপর্যয়ের পথকেই শ্রেয় মনে করছে, সেই কালনেমী মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের জেন্ডার ভাবনা আলাদা মাত্রা পেয়েছে। সদা পরিবর্তনশীল সমাজেও মানব-মানবী সম্পর্কে তাঁর উক্তি আজো সমভাবে সমাজ-জীবনে উজ্জ্বল ও উপযোগী। তা ছাড়া, তাঁর কথায় জেন্ডার ইস্যু একটি বৌদ্ধিক আয়ুধ (Intellectual Tool) হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এই অনুবর্তনেও স্বামীজির জেন্ডার ভাবনার আলাদা মাত্রা আছে। (ইসলাম ১; পৃষ্ঠা ২৯৫)

স্বামী বিবেকানন্দ পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থে জেন্ডার নিয়ে কিছু বলেন নি। নানাবিধ পত্র-পত্রিকায়, আলোচনা সভায় জেন্ডার ভাবনার অবতারণা করেছেন। বিভিন্ন আলোচনার অনুষঙ্গে এসেছে লিঙ্গকথা। সার্বিকভাবে মানবিক শক্তির ঐক্যবন্ধনে স্বামীজি জেন্ডার রোলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন— 'আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা' (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৪), কিংবা 'এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে' (স্বামী ২, পৃষ্ঠা ০২)। অর্থাৎ, তিনি স্পষ্টতই জগতের কল্যাণে জেন্ডার ইক্যুয়ালিটির স্বীকৃতি দিয়েছেন। এভাবে আমরা তাঁর জেন্ডার ধারণার পুনর্গঠন করতে পারি, যেখানে নারীর সামাজিক বাধা, পুরুষ-কৃতিত্বের অন্তরালে নারীর মহিমান্বিত আসন হারানোর ইতিহাস, পুরুষ সমাজের কর্তৃত্বে (Domination) ব্রাত্য নারীসমাজ, নিষেধের বেড়াজাল, নারীসমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বামীজির প্রতিবাদী ধিক্কার, ইত্যাদি কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে স্বামীজির জেন্ডার ভাবনার আলোচনা নিম্নলিখিত ব্যারোমিটারে বিন্যস্ত হবে; যথা—

১. যুগসমস্যা সমাধানে জেন্ডার রোল : একটি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা
২. বিবেক দৃষ্টিতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারী : নারীবঞ্চনার নানা ধারা
৩. সত্য-সাম্য-প্রগতির বিশ্বায়নে জেন্ডার ইস্যু : বিবেক দৃষ্টিতে

আলোচনার ব্যারোমিটারে যে বিষয়গুলোকে রাখা হয়েছে, তাতে স্বামীজির জেন্ডার ভাবনার একটি বৃত্ত রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সমস্যার উত্থাপন, সমস্যার পর্যবেক্ষণ, সমস্যা নিরূপণে গৃহীত কর্মপন্থা এবং সবশেষে তার ফলাফল বা স্বামীজির প্রস্তাবনা— আলোচ্য প্রবন্ধে এমনই একটা কাল্পনিক বৃত্ত রচনায় প্রয়াসী হয়েছি।

১. যুগসমস্যা সমাধানে জেন্ডার রোল : একটি সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষা

স্বামীজি ছিলেন ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞাবান পুরুষ। একটি যুগের অবসান এবং পরবর্তী যুগের সূচনা— এই যুগযন্ত্রণা ও সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বামীজি এখান থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন বহুবছর আগেই। ভারতবর্ষের নিরিখে এই সমস্যা ছিল সমাজের শিকড়ের মধ্যে। ভারতবর্ষ বলতে অবিভক্ত ভারতের (ভারত+পাকিস্তান+বাংলাদেশ)

কথাই তিনি বলেছেন। সমাজসৃষ্ট ও সমাজস্বীকৃত (Socially approved) এই অন্তর্লীন সমাজ সমস্যা (Intra-social problem) স্বামীজি অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি ঘোষণা করেন—

> ভারতের দুই মহাপাপ— মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি জাতি' করে গরিবগুলোকে পিষে ফেলা। (স্বামী ৫, পৃষ্ঠা ১৬)
>
> মেয়েদের আগে তুলতে হবে, mass-কে জাগাতে হবে; তবে তো দেশের কল্যাণ। (স্বামী ৫, পৃষ্ঠা ২৬)
>
> মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। যে দেশে যে জাতে মেয়েদের পূজা নাই, সে-দেশ, সে-জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না। (স্বামী ৫, পৃষ্ঠা ২৬)
>
> তোরা লেখাপড়া করে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখ দুঃখের ভাগী, সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে, তাদের উন্নত করতে তোরা কি করছিস ? ...ভারতবর্ষে শতকরা ১০/১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধহয় মেয়েদের মধ্যে one percent'ও হবে না। (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ৮৭)

এভাবে উদাহরণ টানলে হাজারও উদ্ধৃতি খাড়া করা যাবে। আমার বক্তব্য এটাই, তিনি যুগসমস্যার মৌলিক দিকগুলোকে মৌলিক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে অনুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছেন; যেখানে যুগসমস্যার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে—

১. মেয়েদের যথাযোগ্য সম্মান না দেয়া।
২. প্রকৃতিগত ও সমাজ নির্ধারিতভাবে যেহেতু নারীরা পিছিয়ে, তাই তাদের আগে তুলতে হবে। জাগাতে হবে।
৩. নারী বন্দনা করেই পৃথিবীর সব জাত বড়ো হয়েছে, অবহেলা করে নয়। তাই চাই মেয়েদের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমানাধিকার।
৪. পুরুষরা যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, কিন্তু যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রাণ দিয়ে পুরুষদের সেবায় নিয়োজিত— তাদের শিক্ষা কোথায়? তাদের উন্নতির জন্য তেমন কোনো কর্মপ্রয়াস পুরুষরা নিয়েছে কি? না। নেয়া হয় নি।

এই সমস্যাগুলো দূরীকরণে স্বামীজির দাওয়াই—

> আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ— সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দিবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না। (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ১০১)
>
> মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে— বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে। (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ১০৪)
>
> এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ১০২)

অর্থাৎ নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে হাতিয়ার একটাই, তা হলো শিক্ষা এবং তা অবশ্যই নারী-পুরুষ উভয়েরই দরকার। মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি আছে, তাকে জাগ্রত করলেই, সে নিজেই ভালো ও মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করবে। আসলে স্বামীজি এখানে আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার কথাই বলেছেন। তা ছাড়া, মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে শিক্ষার প্রয়োজন। যেহেতু তারা ঐতিহাসিকভাবেই কালের নিয়মে, সমাজের দ্বারা,

সমাজের জন্য পিছিয়ে রয়েছে। আর একথাও আমাদের স্মরণে রাখা উচিত— 'মায়ের শিক্ষা আগে হলে/শিশু শেখে মায়ের কোলে'। তবেই তো— 'তাদের সন্তান সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে'।

অতএব যুগসমস্যা সমাধানে স্বামীজির জেন্ডারচিন্তন বিশেষভাবে সমাদর পাবার যোগ্য— একথা বলাই যায়। কিন্তু সমাজ নারী-পুরুষের ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। নারী-পুরুষের ভূমিকার এই নির্দিষ্টায়নকেই জেন্ডার রোল বলে। (ইসলাম ১, পৃষ্ঠা ২৯৭)। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বক্তব্যকে তুলে ধরা যেতে পারে—

> সেজন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরি করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে-দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণ) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে। ...শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐসকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ...কালে যাতে তারা ভালো গিন্নি তৈরি হয়, তাই করতে হবে। (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ৯৯)

Gender Role Socialization-কে স্বামীজি খুব ভালোভাবে বুঝেছিলেন— এ কথা স্বীকার করতেই হবে। রান্না করা তথা গৃহকর্ম সাধারণভাবে 'মেয়েদের কাজ' বলেই পরিচিত। এমন ভাবনা Gender Role Stereotyping, যা আসলে Gender Role-এর সাথেই সম্পৃক্ত। এমন ভাবনার বশবর্তী স্বামীজিও ছিলেন— তা তাঁর বক্তব্যে সমর্থিত। কারণ নারীরা ভালো গিন্নীপনা হবে, আর পুরুষরা হবে দেশশাসক, দেশের রক্ষাকর্তা— এমন ভাবনা সমাজ নির্ধারিত ছকে বাঁধা একটা প্রচলিত ধারণা, যার মধ্যে একটা Stereotyping ব্যাপার আছে।

ব্রহ্মচারীরা জনসাধারণকে শিক্ষা দেবে, দেশের নেতৃত্বে তারা অগ্রে থাকবে, আর ব্রহ্মচারিণীরা তথা নারীরা ভালো গিন্নীপনার তালিম নেবে— স্বামীজির এই ভাবনা— Gender Discrimination বলে আমার মনে হয়েছে। 'এদেশে স্ত্রী বিদ্যালয়ে পুরুষসংস্রব একেবারেই— না রাখাই ভাল।' (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ৯৯)। নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির ভিত্তিতে সচেতনভাবে বৈষম্য বা বর্জনের যে নীতি স্বামীজি গ্রহণ করেছিলেন তাকে লিঙ্গীয় বৈষম্য বা Gender Discrimination বলা যেতে পারে। একদিকে পুরুষ দ্বারা নারী প্রত্যাখ্যাত, অপরদিকে সমাজ দ্বারা। অবশেষে স্বামীজির 'ফতোয়া'। আবার অনেক সমালোচক এমন কথাও বলেন— সমসাময়িক প্রেক্ষিতে সমাজ সঞ্জীবনে এমনটাই কাম্য ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে স্বামীজির বক্তব্যকেই সমর্থন করতে হয়।

২. বিবেক দৃষ্টিতে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারী : নারীবঞ্চনার নানা ধারা

স্বামী বিবেকানন্দের নারী বঞ্চনাধারার, উপলব্ধির দ্বিবিধ দিক দেখা যায়; যথা—

১. ইতিহাস বিশ্লেষণজাত উপলব্ধি বা সুপ্রাচীন শাস্ত্রাদির অনুধ্যানজাত উপলব্ধি; এবং
২. বিশ্বভ্রমণজাত উপলব্ধি।

আমরা জানি, স্বামীজির পঠন-পাঠনের প্রতি আগ্রহ ছিল খুব বেশি। বেদ-পুরাণ ও নানাবিধ বইপোকা ছিলেন নরেন (স্বামীজির ডাকনাম)। সেই শাস্ত্রজাত ইতিহাস থেকে তিনি প্রাচীন বৈদিক যুগের নারীদের সুবর্ণকথা জেনেছেন। আর বিশ্বভ্রমণজাত উপলব্ধি, সমাজ সংস্থানে সমসাময়িক নারীর অবস্থানের কথাই প্রকাশ করে। অবরোধমূলক প্রথা, নারীর বিকাশ পরিপন্থী সমাজপ্রক্রিয়া নারীদের গ্লানির কালিতে কালিমালিপ্ত করেছে। করেছে নারীদের বস্তাবন্দি। অন্তর্সামাজিক (Intra Social) ও আন্তর্সামাজিক (Inter Social) উভয় প্রতিবন্ধকতাই নারীবঞ্চনার ইতিহাসকে দীর্ঘায়িত করেছে। এই প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের ধারণার পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

এক

সুস্ত ও সুস্থিত সহাবস্থানই নারী-পুরুষ তথা প্রগতিশীল সমাজের কাম্য। বিবেকানন্দেরও এমনটাই আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই কারণেই তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নারীর বঞ্চনার নানা ধারাকে, তুলনামূলকভাবে তুলে ধরে বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কথা ভেবেছেন। গৌরচন্দ্রিকা না বাড়িয়ে সে দিকেই আলোকপাত করা যাক—

> এখানকার রমণীগণ দেবীস্বরূপা। ...প্রত্যেক আমেরিকার নারী লক্ষ লক্ষ হিন্দু ললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৪)
>
> ইহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৪)
>
> ইহাদের মেয়েরা কি পবিত্র! পঁচিশ বৎসর, ত্রিশ বৎসরের কমে কাহারও বিবাহ হয় না, আর আকাশের পাখির ন্যায় স্বাধীন। ...এদেশের স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। ...এদেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়ই কম... আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথে চলিবার জো নাই। (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৫)

এমন উদ্ধৃতির ছড়াছড়ি। আসলে আমার দেখানোর উদ্দেশ্য হলো— স্বামীজির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারী চেতনার আদলটা। স্বামীজি মনে করেন, রমণীরা দেবীস্বরূপা, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী এবং পাখির মতো স্বাধীন। বাজার-হাট, রোজগার, প্রফেসারি সব কাজ করে। অথচ ভারতবর্ষের মেয়েদের এমন কাজ করাটা সমাজবিরুদ্ধ কাজ বলে পরিগণিত। নিষেধের বিভ্রান্তি পদে পদে। পোড়া দেশে রাস্তাঘাটে মেয়েদের চলার উপায় নেই। নারীরা কেবল গৃহকর্ত্রী। পাশ্চাত্যের মেয়েদের মতো ওই কাজগুলো করা দূরে থাক, ভাবনাটাও যেন সমাজবিরুদ্ধ কাজ, মহাপাপ বলে পরিচিত। এই যে ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে সমাজনির্দেশিত এমন ভাবনা, এটা Gender Role Stereotyping-কে স্বীকৃতি দেয়। ছকে বাঁধা একটা প্রচলিত ধারণা। সমাজের এই ভিতরকার ভাবনাটাকে স্বামীজি খুব ভালোভাবে আবিষ্কার করেছিলেন একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতো। তাই তো তাঁর আকাঙ্ক্ষা—

> এই রকম (রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী) মা জগদম্বা যদি একহাজার আমাদের দেশে তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব। (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৪)

দুই

বাল্যবিয়ে তৎকালীন ভারতের অন্যতম সমস্যা; এবং তাতে সমাজের স্বীকৃতিও ছিল। যৌবন উত্তীর্ণ বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ পুরুষের (মূলত ব্রাহ্মণদের) স্বল্পবয়সী একাধিক মেয়েকে বিয়ে করার চল ছিল। তা ছাড়া, মেয়েদের ঘরে রাখলেই জাত যাবার যে হিড়িক, তা নারীদের যেমন বিকারগ্রস্ত করে তোলে, তেমনি সমাজটাও বিয়েবাতিকগ্রস্ত পুরুষ দ্বারা চলমান শ্মশানে পরিণত হয়। অথচ সমকালেই আমেরিকার মেয়েদের বিয়ের বয়স ছিল পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর। অথচ আমাদের দেশে 'এগারো বৎসরে বিবাহ না হইলে খারাপ হইয়া যাইবে। আমরা কি মানুষ?' (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৫)— তিনি এমনই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন আমাদের সমাজপ্রণেতাদের দিকে।

তিন

নারীবঞ্চনার আরেকটি দিক হলো, তাদের শিক্ষাদানে বাধা বা সহযোগিতা না করা। নারীশিক্ষার বিষয়ে স্বামীজির ধারণাকে জেন্ডারকেন্দ্রীক দৃষ্টিতে পুনর্মূল্যায়ন করা যায়। স্বামীজির সমসাময়িক বা তাঁর আগে নারীশিক্ষা বা নারীদের নিয়ে আন্দোলন হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান প্রমুখ মূলত পাশ্চাত্যনির্ভর ধ্যান-ধারণায় শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীদের নিয়ে এই উদ্যোগ বিবেক দৃষ্টিতে পরাধীনতার স্বাদ পরিবর্তন মাত্র। তিনি এমন প্রত্যাশী ছিলেন না—

> আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ— সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা নিজেরাই কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে

> দিবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না। (স্বামী ৬, পৃষ্ঠা ১০১)

> তুমি কে যে, গায়ে পড়িয়া নারীজাতির সমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হইতেছ? তফাত হও! তুমি কি বিধবা ও প্রত্যেক নারীর ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর? তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিবে। (স্বামী ২, পৃষ্ঠা ১)

অর্থাৎ তিনি চাইলেন মনোজাগতিক সৃজনচিন্তার বিস্তার (Extension of Psychological Creativity Concept)। যার ফলে নারীর আচরণ স্তরে (Behaviour Level) পরিবর্তন সূচিত হবে। সে নিজেই নিজের ভালো-মন্দ বুঝে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। স্বামীজি নারীদের আত্মনির্ভশীল হয়ে ওঠার ওপর জোর দিলেন।

৩. সত্য-শান্তি-প্রগতির বিশ্বায়নে জেন্ডার ইস্যু : বিবেক দৃষ্টিতে

এক

নিজ ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দজি সত্য-শান্তি-প্রগতির বার্তা প্রেরণ করেন। যার মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব লোভাতুর দৃষ্টিহীন বিশ্বায়ন। তথাকথিত বিশ্বায়ন, আর স্বামীজির স্বপ্নের বিশ্বায়ন— এক নয়। স্বামীজির ধারণা—

`Truth is my God, the universe is my country' (স্বামী ৩, পৃষ্ঠা ৮৯)— অর্থাৎ সত্যই আমার ঈশ্বর, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আমার স্বদেশ। তাঁর সত্য চেতনা নির্মিত হয়েছিল সুপ্রাচীন শাস্ত্রের অনুধ্যানে; এবং সেই অনুধ্যানেই তিনি শাস্ত্রকথিত সনাতন সত্যের তাত্ত্বিক ধারণা লাভ করেন, যা তাঁর বৌদ্ধিক আচরণের স্তরকে (Intellectual Behaviour Level) পুনর্নির্মাণ (Reconstruction) করে। একদিকে সত্যের তাত্ত্বিক ধারণা, অপরদিকে বিশ্বভ্রমণ উপলব্ধিজাত সত্যের অবিমিশ্রণই সনাতন সত্যকে ব্যবহারিক সত্যে (Applied Truth) উপনীত করে। এই প্রায়োগিক সত্যে নেই জাতিভেদ, নেই বর্ণভেদ, নেই লিঙ্গভেদ (Gender Discrimination)। তাই কাউকে অস্বীকার করে নয়, সমাজস্বীকৃতিই সত্য প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। তাই তো তাঁর মুখে শোনা যায়—

> কোন শাস্ত্রে এমন কথা আছে যে, মেয়েরা জ্ঞান ভক্তির অধিকারিণী হইবে না? (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ২৯)
>
> ভারতের অধঃপতন হইল ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যখন বেদ পাঠের অনধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিলেন; সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ২৯)

সমাজদেহ গঠিত নারী-পুরুষ দুই দেহে। সমাজদেহ কখনোই পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে না, যদি না দেহের সার্বিক বিকাশ সাধন হয়। তাই নারীশিক্ষা সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায়, সমাজদেহের চলনগতি রুদ্ধ হলো। সমাজ পরিণত হলো চলমান শ্মশানে। তাই সমাজদেহ পরিচলনে নারী-পুরুষ উভয়েরই সৃজনচিন্তার বিস্তার দরকার— এই সত্য ভাবনা স্বামীজির শোণিত ধারায় প্রবেশ করেছিল।

দুই

শান্তি ভাবনার বিভিন্ন মাত্রা (Multi Dimension) রয়েছে। স্বামীজির বিশ্বাস সনাতন সত্যকে হৃদয়রসে জারিত করে প্রায়োগিক সত্যে প্রকাশ করলেই শান্তি আপনা থেকেই আপনাকে ধরা দেবে। স্বাধীন হওয়া সর্বদা শান্তির পরিপূরক নয়, তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তাঁর ঘোষণা—

ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে পরস্পর কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিরাজমান, সেখানে সুখী পরিবার প্রায়ই নাই। ... কিন্তু অসুখী ... অসুখকর ... এত অধিক যে, তাহা বর্ণনাতীত। (স্বামী ১, পৃষ্ঠা ৩৯)

তাই, কেবল স্বাধীন হলেই হবে না, সেই স্বাধীনতার ধারাতে সমাজস্বীকৃতির সিলমোহর থাকা চাই। এ কারণেই পাশ্চাত্যে স্বাধীনতার অপপ্রয়োগে সেখানে শান্তি আজ অস্তমিত সূর্য। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, জাতীয় সংহতি স্থাপনে বা বিশ্বায়ন চেতনার সনাতন ধারাকে, সঠিক পথ দেখাতে ভারতীয় নারীর জাতীয় আদর্শকে 'ফ্লাশ' করেছেন, যে ফ্লাশলাইটের আলোকে সারাবিশ্ব আলোকিত হতে পারে। আর তা হলো The Role Model of Indian Native Mother। ভারতীয় নারীর ত্যাগ, ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়সুখ বিবর্জিত চরিত্র বৈশিষ্ট্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ইতিবাচক চরিত্রাদর্শ ভারতীয় নারীকে পবিত্র জননীতে উন্নীত করেছে, যা Ideal Global Mother-র পরিপূরক। আজো বিশ্বের কাছে Ideal Global Mother-'র প্যাটার্ন গবেষণার বিষয়। বিভিন্ন দেশে বহুধাবিভক্ত পরিবার, সেখানে দাঁড়িয়ে আজ ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে অবশিষ্ট বিশ্ববাসীর চোখ। কীভাবে একক পরিবারে দুই বা তিন প্রজন্মের মানুষ একত্রে বসবাস করছে। তাই বাকি বিশ্বকে Ideal Global Mother-'র প্যাটার্নের কথা নতুন করে ভাবতে হবে।

অর্থাৎ স্বামীজি ভারতীয় সমাজ প্রেক্ষিতে পরিবর্তনপন্থী সামাজিক প্রক্রিয়ার চলন দেখতে চেয়েছেন, যেখানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ সরিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমানাধিকার বৈশিষ্ট্যের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্ম-বর্ণ-বর্গহীন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমাজ সমস্যার সমাধানের পথ (Solving Root) বের করতে হবে। আর তার জন্যে প্রয়োজনে বহিরাগত জাতির ভাবাদর্শকে সমাজসম্পৃক্ত করে দেশীয়ভাবে (Indigenous) গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে। আবার তেমনি আমাদেরও বিশ্বকে কিছু দেবার আছে বা পাশ্চাত্যেরও আমাদের কাছ থেকে কিছু নেবার আছে— সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

তিন

সত্য ও শান্তির সহাবস্থানেই প্রগতির পথ মসৃণ হয়। সত্য পথে চললে বা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারলেই সেই পথ ধরে আনয়ন ঘটবে প্রগতির ধারার। আর সেই সাথে সত্য-শান্তি-প্রগতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানই বিশ্বায়নের যাত্রাকে শুভ করবে। তাই প্রগতিশীল বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়োজন—

`Help and not Fight'

`Assimilation and not Destruction'

`Harmony and Peace and not Dissension' (C.W 1, Page 24)

যুদ্ধ নয়, প্রয়োজন সাহায্য ও সহযোগিতা। ধ্বংস নয়, আমাদের গঠনমূলক ভাবনার অনুসন্ধানী হতে হবে। বিভেদ নয়, দরকার জাতীয় সংহতি ও শান্তি, সর্বোপরি বিশ্বাস। তাহলেই সত্য-শান্তি-প্রগতির বিশ্বায়ন সম্ভব। এখন প্রশ্ন, এক্ষেত্রে জেন্ডারের ভূমিকা কী? স্বামীজির স্পষ্ট জবাব 'এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে'। তাই তিনি নারী-পুরুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলেছেন। ধর্ম-বর্ণ-বর্গ— সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য।

বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টায়নে ঈসা-মুছা-বুদ্ধ-খ্রিষ্ট-মুহম্মদ(সঃ)-চৈতন্য প্রমুখ মহামুনীরা তাঁদের চৈতন্যকথায় ভক্তি-বিশ্বাস-ধর্ম নির্ভর পদ্ধতিগত সত্য শান্তির পথ বাতলেছেন। ফলে একেকজন একেকভাবে ধর্মভাব-ভক্তিভাব প্রচার করেছেন, নিজস্ব ভাবাদর্শে ভাবিত হয়ে। এতে করে আচার-আচরণ, সংস্কারগত ভিন্নতা— এক ভাবধারার সাথে আরেক ভাবধারার ঐতিহাসিকভাবেই দূরত্ব সূচিত হয়েছে; এবং হওয়াটাও স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ছিল—

এইজন্য আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। (হেরেন ১, পৃষ্ঠা ৫০৪)

যদি ভিতরে চলিয়া যাও, তবে এই একত্ব দেখিতে পাইবে— মানুষে মানুষে একত্ব, নর-নারীতে একত্ব, জাতিতে-জাতিতে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধনী-দরিদ্রে একত্ব। (হেরেন ১, পৃষ্ঠা ৫০৪)

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আরেকটি ভাবনার অবতারণা করতে চাই; তা হলো, স্বামীজির সাব-অলটার্ন দৃষ্টি। সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতিকে বর্তমানে তুলে ধরতে, সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায়, সাব-অলটার্ন স্টাডি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই হলো সাব-অলটার্ন স্টাডির সারকথা— উচ্চকোটির প্রতিনিধি (Higher Structure) দ্বারা নিম্নকোটির প্রতিনিধি (Lower Structure)-দের দলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হবার চাপা ইতিহাস। এক কথায় নিম্নকোটির কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরা। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে সেই কথাই উঠে এসেছে। সেখান থেকে বের হবার জন্য স্বামীজি নর-নারী, উচ্চ-নীচের মধ্যে অভেদনীতির স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। এ কারণেই তিনি নিজ ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রয়োগ করলেন অভেদনীতি। নারী-পুরুষে অভেদ। জাতিতে জাতিতে অভেদ। বর্ণে বর্ণে অভেদ। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের জেন্ডার স্টাডির সার্থকতা।

পরিশেষে এটাই বলার, সংস্কৃতির উত্তরাধিকারে স্বামী বিবেকানন্দ অবিভক্ত ভারতের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁর মানসসংস্কৃতি আপাদমস্তক বাঙালিয়ানায় মোড়া, যার প্রকাশ ভারতীয় ভাবধারায়। অবশেষে যা মিলেছে আন্তর্জাতিক স্রোতে। তাঁর চিন্তন চেতনে, জেন্ডার ভাবনায় সেই ছাপ লক্ষ করা যায়। নারীর কথা, নারীর স্বাধীনতার কথা তাঁর চেতনার জগতে এতটাই ছাপ ফেলে ছিল যে, সেই ভাবনা আজ একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

রাজেশ খান শিক্ষার্থী, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। khanrajesh111@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- ড. সুজয় কুমার মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
- ড. শিহরণ চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উল্লেখপঞ্জি

১. ইসলাম ১ : শেখ মকবুল ইসলাম, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১
২. ইসলাম ২ : শেখ মকবুল ইসলাম, চৈতন্য মহাপ্রভু ও লোকসংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২
৩. স্বামী ১ : স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতীয় নারী, ৩৯তম পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধনী কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪
৪. স্বামী ২ : স্বামী বিবেকানন্দ, নারী জাগরণের পথ, ১৭তম পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধনী কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪
৫. স্বামী ৩ : স্বামী বলভদ্রানন্দ, স্বামীজির ভারতদৃষ্টি : নিবেদিতার বিশ্লেষণে (প্রবন্ধ), জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী স্বামী বিবেকানন্দ, সম্পাদক স্বামী চৈতন্যানন্দ, উদ্বোধনী কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪
৬. স্বামী ৪ : স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী-সঞ্চয়ন, ২২তম পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধনী কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪
৭. স্বামী ৫ : স্বামী বিবেকানন্দ, আমার ভারত অমর ভারত, ১৫তম মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী সুপর্ণানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১৪
৮. স্বামী ৬ : স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষাপ্রসঙ্গ, ৩০তম পুনর্মুদ্রণ, প্রকাশক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, উদ্বোধনী কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪
৯. হেরেন ১ : ফাতেমা হেরেন, সত্য-শান্তি-প্রগতির বিশ্বায়নে বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ), জন্মসার্ধশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী স্বামী বিবেকানন্দ, সম্পাদক স্বামী চৈতন্যানন্দ, উদ্বোধনী কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৪
১০. C.W 1: The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol 1, Advita Ashrama, 1986.